যুগান্তর

তারিখ ... 17 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

এসএসসির গণিত পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না

বৃহস্পতিবারের পরীক্ষায় ৫ শিক্ষক ও ৩৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসির ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের গণিত বিষয়ের পরীক্ষা বাতিলের সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা বাতিল করছে না। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠে। এনিয়ে পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওইদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, প্রশ্ন ফাঁস প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে পরীক্ষা বাতিল করা হবে। সেই থেকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় আছে। অনেকেই এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং উৎকণ্ঠায় আছেন। অনেকেই যুগান্তরে টেলিফোন করে পরীক্ষা আদৌ বাতিল হবে কিনা তা জানতে চেয়েছেন।

যুগান্তরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে দু'জন অতিরিক্ত সচিব জানান, প্রশ্ন ফাঁসের গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তারা পাননি। পরীক্ষার ৪০ মিনিট আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

এসএসসির গণিত পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বলা হচ্ছে। কিন্তু ওই সময় শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে বসে যায়। যে কারণে প্রশ্ন ফাঁস হলেও তা যেমন ব্যাপকভাবে ছড়ায়নি। এছাড়া ওই প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের পাওয়ারও সম্ভাবনা কম। বরং মনে হচ্ছে, সরকারকে বিব্রত করতে পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে; উদ্দেশ্য ফাঁস নয়। এসব কারণে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিলের সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পরীক্ষা হওয়ার ৪ দিনেও যেহেতু বাতিল হয়নি, তাই আর কোনো সম্ভাবনাও নেই।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমি বৃহস্পতিবার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। তাদের কাছে গণিত পরীক্ষার বিষয়ে জানতে চেয়েছি। একজনও পাইনি যারা পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে কথা বলেছে। আমরা মনে করি, সরকারকে বিব্রত করতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কেন্দ্রে প্রশ্ন নেয়ার পর কেউ প্রশ্ন বাইরে পাঠাতে পারে। ওই সব দুষ্কৃতকারীদের ধরার চেষ্টা চলছে।'

আরও কয়েকজন গ্রেফতার : এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছে, পুলিশ এক দফা ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে। পরে আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে পালের গোদাও আছে।

একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে দ্বিতীয় দফায় গ্রেফতারকৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে, সরকারকে বিব্রত করতে তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে থাকে। শিগগিরই গ্রেফতারকৃতদের সংবাদ সম্মেলনে হাজির করা হবে। তবে নতুন কাউকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. শাহজাহান। তিনি বলেন, আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে। হোতারা নজরদারিতে আছে। শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

বৃহস্পতিবারের পরীক্ষা : এদিন এসএসসিতে পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। দাখিলে ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ এবং আকাঈদ ও ফিকহ আর কারিগরিতে ধর্ম ও নৈতিকতা-২ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল।

পরীক্ষায় সারা দেশে ৩৭ শিক্ষার্থী ও পাঁচ শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। ১৬ লাখ ৪৪ হাজার ১৭৭ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় বসে ১৬ লাখ ৩৫ হাজার ১২১ জন। বাকি নয় হাজার ৫৬ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের সবাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন রাজধানীর মিরপুরের হাজী বিরাত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের। ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তাদের একটি দল বৃহস্পতিবার আকস্মিক অভিযান চালায়। এ সময় তারা কেন্দ্রের ভেতরে অব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে পাঁচ শিক্ষক ও দু'শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। এছাড়া কেন্দ্র সচিবকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্র কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছে। ৩ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বহিষ্কৃত শিক্ষকরা হলেন— বিবিএম আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের আরিফুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, মো. মহসীন, হাছিনা আক্তার এবং মাসকট ইনোভেটিভ স্কুল ও কলেজের মো. নাসির। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ জন এসএসসির। ৩৭ জন মাদ্রাসা বোর্ডের। এসএসসিতে বহিষ্কৃতদের মধ্যে ১২ জনই ঢাকা বোর্ডের। কুমিল্লা বোর্ডে পাঁচজন, যশোরে একজন এবং দু'জন দিনাজপুর বোর্ডের।